জাতিসংঘ সাপ্তাহিক সংবাদ সংক্ষেপ

সংখ্যা - মার্চ ২০১০/০২

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র,ঢাকা

সংবাদ শিরোনাম ঃ

* এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে নারী-পুরুষের ব্যবধান সবচেয়ে বেশি- জাতিসংঘ প্রতিবেদন
* কৃষিবাণিজ্যে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ক্ষুদ্র চাষীরা- জাতিসংঘ বিশেষজ্ঞ
* জৈবনৈতিকতার ক্ষেত্রে ঐক্যমতে পৌঁছাতে শিক্ষার্থীদের প্রতি বান কি-মুনের আহবান
* জাপানকে পাশ কাটিয়ে চীন এখন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম শিল্প পণ্য উৎপাদনকারী দেশ- জাতিসংঘ

এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে নারী-পুরুষের ব্যবধান সবচেয়ে বেশি- জাতিসংঘ প্রতিবেদন

৮ মার্চ- জাতিসংঘ উন্নয়ন সংস্থার (ইউএনডিপি) এক নতুন প্রতিবেদন থেকে জানা যায় এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলো তাদের অর্থনৈতিক সাফল্যের মত জেন্ডার সমতা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সফল হতে পারেনি। এ প্রতিবেদনে আরো বলা হয় বৈষম্য আর অবহেলার কারনে এ অঞ্চলের নারীদের টিকে থাকাই দায় হয়ে পড়েছে।

ভারতের রাজধানী নতুন দিলি-তে এ প্রতিবেদনের প্রকাশনা অনুষ্ঠানে ইউএনডিপি'র প্রশাসক হেলেন ক্লার্ক বলেন, সামগ্রিকভাবে উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়নকে জোরদার করার জন্য নারীর ক্ষমতায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এ অঞ্চলের নারীরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব, কর্মসংস্থান ও সম্পদের মালিকানার ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন হারের দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে। এশীয়- প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০১০-এ বলা হয় নারীদের কম অংশগ্রহণের কারণে অথনৈতিক প্রবৃদ্ধিও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

মিজ ক্লার্ক তার বক্তৃতায় বলেন দক্ষিণ এশিয়ার প্রাপ্ত বয়স্ক নারীদের প্রায় অর্ধেকই নিরক্ষর, বিশ্বের যে কোন অঞ্চলের তুলনায় এ সংখ্যা বেশি।

বিশ্বের নারীদের গড় আয়ুর (৭১ বছর) তুলনায় দক্ষিণ এশিয়ার নারীদের গড় আয়ুও ৫ বছর কম। পূর্ব এশিয়ায় ৪০ শতাংশ এবং দক্ষিণ এশিয়ায় ৬৫ শতাংশ নারী কৃষি কাজের সাথে জড়িত অথচ এ অঞ্চলের কেবল ৭ শতাংশ কৃষি খামার তারা নিয়ন্ত্রণ করে।

ক্ষমতা, কণ্ঠস্বর ও অধিকার: 'এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে জেন্ডার সমতার ক্ষেত্রে এক সন্ধিক্ষণ' শীর্ষক এই প্রতিবেদন আন্তর্জাতিক নারী দিবসে প্রকাশিত হয়।

এ প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় দক্ষিণ এশিয়ার প্রায় অর্ধেক এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের প্রায় ৬০ শতাংশের বেশি দেশে পারিবারিক সহিংসতার বিরুদ্ধে কোন আইন নেই।

ইউএনডিপি'র প্রধান জোর দিয়ে বলেন " বৈষম্যমূলক আইনগুলো পরিবর্তন করা প্রয়োজন এবং আইনের প্রয়োগ প্রয়োজন।"

প্রতিবেদনে যেসব সুপারিশ করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে নারীর সম্পদের মালিকানা অর্জনের পথে যেসব বাধা রয়েছে তা দূর করা, বৈতনিক চাকুরির ক্ষেত্র প্রসারিত করা এবং উচ্চমানসম্পন্ন শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা।

এতে সংবিধান সংস্কার এবং ধর্মীয় নীতিগুলোর প্রগতিশীল ব্যাখ্যার আহ্বান জানানো হয় যাতে সব মানুষের সমমর্যাদা স্বীকৃত হয়।

প্রতিবেদনে বলা হয় রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে কোটা ব্যবস্থার প্রচলন এবং পাশাপাশি তা না মেনে চলার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ কার্যকরী পদক্ষেপ হতে পারে।

মিজ ক্লার্ক জোর দিয়ে বলেন, এ প্রতিবেদনের সুপারিশমালা অনুসারে পরিবর্তন আনতে দৃঢ় রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রয়োজন। তিনি আরো বলেন, নারীর ক্ষমতায়নের সহায়ক মনোভাব ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে পুরুষদেরও এগিয়ে আসা প্রয়োজন।

কৃষিবাণিজ্যে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ক্ষুদ্র চাষীরা- জাতিসংঘ বিশেষজ্ঞ

৫ মার্চ- খাদ্যের অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘের এক বিশেষজ্ঞ আজ সতর্ক করে দিয়ে বলেন খাদ্য খাতের ক্রমবর্ধমান বিশ্বায়ন এবং এ ক্ষেত্রে বড় বড় বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর আধিপত্যের কারণে ক্ষুদ্র জমির মালিক বা কৃষকরা এ খাতের লাভের খুব কম অংশই পাচ্ছে।

জেনেভায় বর্তমানে অনুষ্ঠিতব্য জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের বৈঠকে তার দ্বিতীয় বার্ষিক প্রতিবেদনটি উপস্থাপণকালে স্প্যাশিয়াল রেপোর্টিয়ার অলিভার ডি শুটার বলেন, খাদ্যের অধিকার অর্জনে কৃষিবাণিজ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তবে এরজন্য রাষ্ট্রসমূহকে তাদের ক্ষুদ্র চাষীদের আরো সাহায্য করতে হবে এবং বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলো যাতে তাদের মূল্য ও প্রমিতমান নীতি পরিবর্তন করে সেজন্য তাদের ওপর চাপ দিতে হবে।

তিনি বলেন, ক্ষুদ্র চাষীদের পণ্যের ক্রেতা সংখ্যা অত্যন্ত কম আর তাই শষ্যের ন্যায্যমূল্য পাবার ক্ষেত্রে তাদের দর কষাকষির ক্ষমতাও অত্যন্ত অসম।

বিশেষ র‌্যাপটিয়ার বলেন উন্নয়নশীল দেশের ক্ষুদ্র চাষীরা কেন বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনাহার পীড়িত জনগোষ্ঠী এই পরিস্থিতি তার কতকটা আমাদের কাছে ব্যাখ্যা করে।

প্রতিবেদনে বলা হয় রাষ্ট্রসমূহ কর হ্রাস ও অন্যান্য ব্যবস্থার মাধ্যমে ক্ষুদ্র উৎপাদনকারীদের তাদের উৎপাদিত শষ্যের জন্য অধিক মূল্য পেতে তাদের সামর্থ্য বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারে। ডি শুটার আরো বলেন, যখন বিদেশী সরবরাহকারীরা দেশীয় বিক্রেতাদের ঠকায় তখনো রাষ্ট্রের পদক্ষেপ নেয়া উচিত।

প্রতিবেদনে বলা হয়, ব্যক্তিখাতে প্রমিতমানের উন্নয়ন যথা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও খাদ্য সুরক্ষা ক্ষুদ্র চাষীদের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করে। এসব মেনে চলার জন্য অনেক সময় অধিক পরিমাণ মূলধনের প্রয়োজন হয় যা অনেক ক্ষুদ্র চাষীরই থাকে না এবং ব্যাপক সংখ্যক খামারের সবগুলোতে এসব প্রমিতমান মেনে চলা হচ্ছে কিনা তা নজরদারির জন্য যে বিপুল ব্যয় প্রয়োজন তা রপ্তানিকারক কোম্পানিগুলোকে ক্ষুদ্র চাষীদের পরিবর্তে বৃহৎ বাণিজ্যিক খামারগুলোর দিকে ধাবিত করে।

প্রতিবেদনে মজুরি ও কাজের পরিবেশের ক্ষেত্রে মান বজায় রাখাসহ কৃষি খাতের শ্রমিকদের অধিকার রক্ষার গুরুত্বের বিষয়টিও তুলে ধরা হয়।

জনাব শুটার বলেন কৃষি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কোম্পানিগুলোর তাদের সরবরাহকারীদের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে কখনোই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানবাধিকার লংঘনের সাথে জড়িত হওয়া উচিত নয়।

মহাসচিব বান কি-মুন বলেন, একশ কোটিরও বেশি মানুষ যেখানে ক্ষুধা ও দারিদ্রে নিমজ্জিত রয়েছে, যা মানব ইতিহাসে সর্বোচ্চ, সেখানে ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ কৃষকদের বিশ্বের ক্ষুধা ও দারিদ্র দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

রোমে প্রতিষ্ঠিত কৃষি উন্নয়নের জন্য আন্তজার্তিক তহবিল (ইফাড) এর উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক বাণীতে তিনি বলেন আমাদেরকে বৈচিত্রপূর্ণ ও সৃজনশীল অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে হবে যা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীকে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে, সুস্বাস্থ্য ও স্বনির্ভরতা অর্জনে সাহায্য করবে।

জৈবনৈতিকতার ক্ষেত্রে ঐক্যমতে পৌঁছাতে শিক্ষার্থীদের প্রতি বান কি-মুনের আহবান

৪ মার্চ- মানব জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে জৈবনৈতিকতার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে আর তাই এসব ক্ষেত্রে সবার কাছে গ্রহণীয় যুক্তির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়া গুরুত্বপূর্ণ যাতে এর ওপর ভিত্তি করে বিতর্কিত বিষয়গুলো আলোচনা করা যায়। জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুন নিউ ইয়র্কে শত শত শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদানকালে এ কথা বলেন।

আজ আমরা স্বাস্থ্য গবেষণার বিশ্বায়ন দেখতে পাচ্ছি, ‘স্বাস্থ্য পর্যটন’-এর বিকাশ এবং মহামারির মোকাবেলায় রাষ্ট্রীয় সীমারেখার গুরুত্ব

ক্রমাগতভাবে হ্রাস পাবার বিষয়টি প্রত্যক্ষ করছি। এর সবকিছুই প্রমাণ করে যে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জৈবনৈতিকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। ৩৪তম বার্ষিক জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক স্কুল-"জৈবনৈতিকতা: ভারসাম্য রক্ষা" শীর্ষক জাতিসংঘ সম্মেলনে মহাসচিব বান কি-মুন এক বাণীতে একথা বলেন।

তিনি আরো বলেন, মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা লাভের সুযোগ বৃদ্ধি, বৈজ্ঞানিক গবেষনার সুফল ভাগাভাগি করে নেয়া এবং পরিবেশ, জীব বৈচিত্র ও জীব পরিবেশ রক্ষার বিষয়গুলো আন্তর্জাতিক প্রভাব বিবেচনা না করে আলোচনা করা যাবে না।

বিজ্ঞান ও চিকিৎসা শাস্ত্রে দ্রুত অগ্রগতির কারণে যে নৈতিক প্রশ্নগুলো উত্থাপিত হয়েছে সে বিষয়ে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান সম্পন্ন অতিথি বক্তাদের কাছ থেকে বক্তব্য শুনতে সারা বিশ্ব থেকে প্রায় আটশ'র বেশি শিক্ষার্থী এখানে জড় হয়। এসব নৈতিকতা বিষয়ক উৎকণ্ঠার মধ্যে রয়েছে, মানব ডিম্বকোষের বাজার, এক দেহ থেকে অন্য দেহে অঙ্গ-সংযোজন এবং দুর্লভ স্বাস্থ্য সেবা সম্পদের বরাদ্দ।

মহাসচিব শিক্ষার্থীদের বলেন, আমরা যখন এমন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছি যা আমাদের জীবন-মৃত্যুর সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম করছে, তখন মৌলিক নৈতিকতা বিষয়ক প্রশ্নের ক্ষেত্রে আমাদের একটি সম্মিলিত মূল্যবোধ ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকা প্রয়োজন।

তিনি বলেন, তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা গ্রহণের মধ্য দিয়ে জাতিসংঘ বিশ্ব জুড়ে জীবনৈতিকতা বিষয়ক বিতর্কের মানোন্নয়ন প্রচেষ্টাকে সমর্থন দিচ্ছে এবং এর জন্য আর্দশমান নির্ধারণ করেছে। এগুলো হল- জিন ও মানবাধিকার বিষয়ক ১৯৯৭ সালের আন্তর্জাতিক ঘোষনা, মানব জিন বিষয়ক তথ্য সংক্রান্ত ২০০৩ সালের আন্তর্জাতিক ঘোষণা এবং জৈবনৈতিকতা ও মানবাধিকার বিষয়ক ২০০৫ সালের আন্ত র্জাতিক ঘোষণা।

মহাসচিব বলেন, এটি আজকের পৃথিবীতে যে বিভিন্ন ধরনের মূল্যবোধ রয়েছে তাকে স্বীকৃতি দেয় পাশাপাশি বিশ্বজনীন মৌলিক মূল্যবোধের ওপরও গুরুত্বারোপ করে।

জাপানকে পাশ কাটিয়ে চীন এখন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম শিল্প পণ্য উৎপাদনকারী দেশ- জাতিসংঘ

৩ মার্চ- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পর জাপানকে পাশ কাটিয়ে চীন এখন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম শিল্প পণ্য উৎপাদনকারী দেশ হিসেবে আবিভূর্ত হয়েছে। জাতিসংঘ শিল্পোন্নয়ন বিষয়ক সংস্থা (ইউনিডো) আজ এ কথা ঘোষণা করে।

বিশ্বে মোট উৎপাদিত শিল্প পণ্যের মধ্যে চীনা পণ্যের ভাগ ১৫.৬ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। জাপানের ঠিক আগেই এর অবস্থান। জাপান ১৫.৪ শতাংশ পণ্য উৎপাদন করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উৎপাদন করছে ১৯ শতাংশ পণ্য। এই তিনটি দেশ মিলে বিশ্বের মোট শিল্প পণ্যের প্রায় অর্ধেক উৎপাদন করছে। এই বিশে-ষণটাকে বলা হয় এমভিএ।

এসব তথ্য ইউনিডোর নতুন শিল্প পরিসংখ্যান আন্তর্জাতিক ইয়ারবুক ২০১০-এর অংশ। এই ইয়ারবুক অর্থনীতিবিদ, পরিকল্পনাবিদ, নীতি নির্ধারক এবং অন্যান্যদের জন্য প্রকাশিত বিশ্বের ৭০টির বেশি দেশের উৎপাদন খাতের বর্তমান কর্মদক্ষতা ও ধারা বিষয়ক পরিসংখ্যান সংবলিত একমাত্র আন্তর্জাতিক প্রকাশনা।

নেট উৎপাদনের দিক থেকে চীন এগিয়ে থাকলেও, জাপানই এখনো বিশ্বের সবচেয়ে বেশি শিল্পায়িত দেশ। জাপানের মোট মাথাপিছু এমভিএ ৯০০০ ডলার যেখানে চীনের ৭০০ ডলার।

নতুন প্রতিবেদন থেকে আরো দেখা যায় সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক সংকট শিল্পায়িত দেশগুলোর ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলেছে, কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলোর ওপর এর প্রভাব ততটা মারাত্মক ছিল না।

এটা উৎপাদন কর্মকাণ্ডের গুরুত্বপূর্ণ সূচকের ব্যাপারে আন্তর্জাতিকভাবে তুলনাযোগ্য উপাত্ত প্রদান করে থাকে যা প্রবৃদ্ধির ধরণ ও শিল্পখাতের কর্মদক্ষতা বিশে-ষণের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

** ** **